শ্রী শ্রী সরস্বতীর পাঁচালী

প্রণাম করিনু সরস্বতীর চরণে। যাঁর পূজা করেছিল দেবাসুর গণে।।
যাঁর কৃপাবলে মূর্খ হয় জ্ঞানবান। তার জন্ম বিবরণ শুন মতিমান।।
নারায়ণ ছিল যবে অনন্ত শয্যাতে। প্রকৃতির সৃষ্টি হয় বাম অঙ্গ হতে।।
একই প্রকৃতি পরে নানা মূর্তি হয়। তাঁরই রূপ সরস্বতী জানিবে নিশ্চয়।।
যেবা করে তাঁর পূজা এই ভূমমণ্ডলে। চারি বেদ সর্ব শাস্ত্র তার করতলে।।
মাঘ মাসে শুক্লপক্ষে পঞ্চমী তিথিতে। বিদ্যারম্ভ পূর্বে তাঁরে পূজিবে ভক্তিতে।।
পূর্ব দিনে হবিষ্যান্ন করিয়া গ্রহণ। শ্রীপঞ্চমী দিনে তাঁর করিবে অর্চন ।।
সন্ধ্যা বন্দনাদি ক্রিয়া করি সমাপন। মনোমত ঘট এক করিবে স্থাপন।।
গণেশাদি পঞ্চ দেবে পূজি তারপরে। করিবে দেবীর পূজা অতি ভক্তিভরে।।
নৈবেদ্যাদি দিবে যাহা শুন মতিমান। ক্ষীর -ছানা মিষ্টান্নাদি করিবে প্রদান।।
শ্বেত পদ্ম কিংবা তাঁরে শ্বেত পুষ্প দিবে। নব বস্ত্র দিয়া তাঁরে যতনে পূজিবে।।
শঙ্খ আভরণ আদি সুগন্ধী চন্দন। শ্বেত পুষ্প মাল্য তাঁরে করিবে অর্পণ।।
নানাবিধ ফল মূল সাজিয়ে যতনে। করিবে দেবীর ধ্যান ভক্তিযুত মনে।।
শ্বেতবর্ণা হাস্যময়ী অতি মনোহরা। রতন ভূষণ তাঁর সর্ব অঙ্গে ধরা।।
কোটিচন্দ্র প্রভা তিনি করেন ধারণ। শ্বেতবস্ত্র পরিধানে শ্বেত পদ্মাসন।।
ব্রহ্মা বিষ্ণু আদি করি দেবতা নিকর। অর্চনা করেন তাঁরে হয়ে একত্তর।।
অসুর দানব আর যত নরগণ। ভক্তিভরে সবে তাঁরে করেন অর্চন।।
'ওঁ ঐং সরস্বত্যৈ নমঃ' এই মন্ত্র অষ্টাক্ষর। ভক্তিভরে সাধ্যমতো জপ নিরন্তর।।
এই মন্ত্র যেইজন জপে ভক্তিভরে। দেবী বরপুত্র হয় জানিবে সংসারে।।
পূর্বা কালে এই মন্ত্র ভাগীরথীর তীরে। নারায়ণ দিয়াছিল বাল্মীকি ঋষিরে।।
পুষ্করে শুক্রকে দেন ভৃগু মহামতি। মরিচীর কাছে পান গুরু বৃহস্পতি।।
ভৃগুরে এ মন্ত্র দেন দেব পদ্মাসন। জরুৎকারু আস্তিকেরে করেন অর্পণ।।
কলিযুগে কালিদাস মহামূর্খ ছিল। দেবীর কৃপায় মহাকবি যে হইল।।
বাক্যের দেবতা তিনি বাগ্‌দেবী নাম। যাঁহার কৃপায় কথা বলি অবিরাম।।
মন্ত্র -তন্ত্র যাহা কিছু সংসার ভিতরে। সকলি অসার যদি বাক্য নাহি স্ফুরে।।
মনুষ্য হইয়া যেবা না পূজে তাঁহারে। সপ্ত জন্মে মূর্খ হয়ে থাকে এ সংসারে।।
বোবা হয়ে সে জনার পঞ্চ জন্ম যায়। অতি দুঃখে দিনে কাটে নাহিক সংশয়।।
পূজা অন্তে বাগ্‌দেবীর বন্দনা করিবে। তারপর ভক্তিভরে নির্মাল্য লইবে।।

সরস্বতী দেবীর বন্দনা

নমো নমঃ ভগবতী দেবী বীণাপানি। শ্বেত পদ্মাসনা মাতা মরাল বাহিনী।।
জ্ঞানদাত্রী বিদ্যাদাত্রী দেবী শ্বেতাম্বরা। সর্বাশুক্লা সরস্বতী শ্বেত অক্ষধরা।।
গলদেশে শোভে মাগো মুকুতার হার। সর্বজ্ঞানময়ী মাতা সর্বদেবী সার।।
পরমা প্রকৃতি তুমি জানে সর্বজনে। বার বার নমি তব যুগল চরণে।।
অজ্ঞান অধম আমি অতি দুরাচার । কৃপা করি দূর করো অজ্ঞান আঁধার।।
পূজা মন্ত্র নাহি জানি নাহি উপাচার। সোদা পাপে রত মাগো অতি দুরাচার।।
অজ্ঞানের আঁধারেতে সদা মগ্ন আমি। অধম সন্তানে মাগো রক্ষা কর তুমি।।
তোমার অপার লীলা কে পারে বর্ণিতে। দেব ঋষি-মুনি যারে না পারে জানিতে।।
তুমি না রক্ষিলে মাগো এ অধম জনে। শ্রদ্ধা -ভক্তি জ্ঞান মাগো লভিব কেমনে।।
শুনিয়াছি লোকমুখে শাস্ত্রের বচন। কুপুত্র হলেও মাতা করেন যতন।।
এই আশা মনে লয়ে দীন শক্তিপদ। তোমার চরণ চিন্তা করে অবিরত।।